সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৬
WEEKLY BOOKLET: 366

বার্ধক্যে আল্লাহর স্মরণ

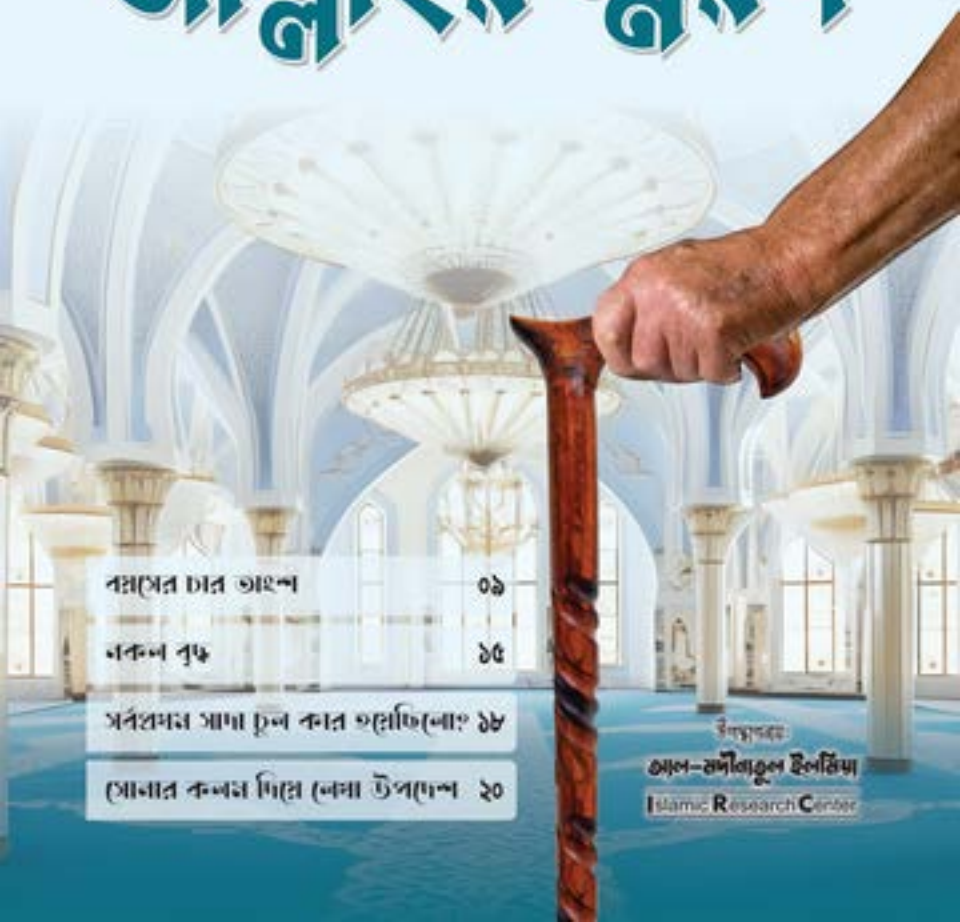

বয়সের চার অংশ	০১
নফল পুষ্প	১৫
সর্বপ্রথম সাদা চুল কার হয়েছিলো?	১৮
সোনার কলম দিয়ে লেখা উপদেশ	২০

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

বার্ধক্যে আল্লাহর স্মরণ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ "**বার্ধক্যে আল্লাহর স্মরণ**" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তার জীবনের প্রতিটি অংশ শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্যে তোমার ইবাদতের তৌফিক দান করো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফেরেশতাদের ইমামতি

(দরুদ শরীফের ফযিলত)

হযরত হাফস ইবনে আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন যে, আমি ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত আবু যুরআ رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ কে তাঁর ওফাতের পরে স্বপ্নে দেখেছি যে, তিনি প্রথম আসমানে ফেরেশতাদের নামায পড়াচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু যুরআ! আপনি এই সম্মান কিভাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন: "আমি আমার হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিখেছি এবং আমি প্রতিটি হাদীসে দরুদ শরীফ পড়তাম আর নবীয়ে রহমত صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো; যে মুসলমান

একবার আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।"

(শরহুস সুদুর, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

কবর মে খুব কা'ম আতি হে
বেকসু কি হে ইয়ারে গার দরুদ

(যওকে নাত, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একাকীত্বে বাসকারী বুযুর্গ

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত আয়াস ইবনে কাতাদা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। একদিন তিনি আয়নায় নিজের দাড়িতে একটি সাদা চুল দেখলেন এবং দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক! আমি আকস্মিক দূর্ঘটনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি জানি যে, মৃত্যু আমার পিছনে আছে এবং আমি তা থেকে পালাতে পারবো না।" এরপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন এবং বলতে লাগলেন: "হে বনু সাআদ! আমি আমার যৌবন তোমাদের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম, এবার তোমরা আমার বার্ধক্য আমাকে দাও (অর্থাৎ যৌবনে আমি তোমাদের কাজ সম্পাদন করতাম, কিন্তু এখন বার্ধক্যে আমাকে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে দাও)।" অতঃপর তিনি তাঁর বাড়িতে চলে এলেন এবং

www.dawateislami.net

ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলেন, এক পর্যায়ে তাঁর ওফাত শরীফ হয়ে গেল। **(বাহরুদ দুমু, ১১২ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কোন এক কবি কতই না সুন্দর বলেছেন:

গোশ ও পা দোশ ও খিরদ হুশ মে হ্যায়
করনা হ্যায় জু কর লে আজ হি

কিছু শিক্ষামূলক আরবি কবিতার অনুবাদ শুনুন!

(১) হে বৃদ্ধ ব্যক্তি! বৃদ্ধ বয়স আসার পরও কী তুমি অজ্ঞতায় (মৃত্যুকে ভুলে ধোকায়) লিপ্ত রয়েছো? এখন (এই বয়সে) তোমার পক্ষ থেকে অজ্ঞতা প্রদর্শন মোটেও ভাল নয়।

(২) তোমার সিদ্ধান্ত তো তোমার মাথার চুলের সাদা রঙই করে দিয়েছে কিন্তু তবুও তুমি দুনিয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছো এবং অসার (দুনিয়া) তোমাকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে।

(৩) ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়ার প্রতি দুঃখ করা ছেড়ে দাও, কেননা একদিন তুমিও মারা যাবে এবং এমন দৃঢ়

www.dawateislami.net

সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাও (অর্থাৎ ইবাদত করো) যাতে কোনো অহেতুকতা মিশ্রিত না হয়।

(৪) আমি নিজেকে ইবাদত থেকে বিরত রেখে ধ্বংস বেছে নিয়েছি এবং আমার পিঠকে ভারী গুনাহ দ্বারা বোঝাই করেছি এবং অবাধ্যতা করে যেনো আমি আমার প্রতিপালককে চ্যালেঞ্জ করেছি, অথচ তিনি নেয়ামতদাতা ও দয়ালু এবং অনুগ্রহশীল। আমি তার শাস্তিকে ভয় করার পাশাপাশি তার ক্ষমা ও মার্জনার আশাও রাখি এবং আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনিই ন্যায়পরায়ণ হাকিম।

(বাহরুদ দুমু, পৃষ্ঠা ১১৩)

ওমর বদীউ মে সারি গুজারী
হায়! ফির ভি নেহী শরমসারী
বখশ মাহবুব কা ওয়াস্তা হে
ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে
ভিরদে লব কলেমায়ে তায়্যিবা হো
অউর ঈমান পর খাতেমা হো
আ'গেয়া হায়! ওয়াক্তে কাযা হে
ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ১৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সামনে কী পাঠিয়েছো?

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শোনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা প্রতি দিন এবং রাতে ঘোষনা করে যে, ৪০ বছর বয়সীরা! ফসল কাটার সময় এসে গেছে, হে ৫০ বছর বয়সীরা! হিসাবের প্রস্তুতি নাও, হে ৬০ বছর বয়সীরা! তুমি সামনে কী পাঠিয়েছো এবং পেছনে কী রেখে যাচ্ছো? হে ৭০ বছর বয়সীরা! তুমি কীসের অপেক্ষা করছো? আহ যদি, সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা না হতো আর যদি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তবে আহ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য জেনে নিতো, অতঃপর সেই অনুযায়ী আমল করতো, সাবধান! কিয়ামত তোমাদের নিকটে এসে গেছে, সতর্ক হয়ে যাও। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৬৭, নাম্বার ১১৭৪৮)**

হে আমার প্রিয় বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা! "বার্ধক্য" হতাশা ও নিরাশার যুগের নাম, খুবই অল্প বৃদ্ধ রয়েছে, যে এই বয়সে এসে নিজের পূর্বের জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয় না। নেককার হলে তবে নেকী, ইবাদত, রিয়াযত ইত্যাদি স্বল্পতার জন্য অনুতপ্ত হবে এবং যদি কোনো বৃদ্ধ এখনও গুনাহে পূর্ণ জীবনযাপনে লিপ্ত থাকে, তবে হতে পারে "যেমন নিয়ত

www.dawateislami.net

তেমন ফল" এর মতো সে আফসোস করে যে, আহ! আমি ঐ গুনাহও যদি করতাম। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ ـ مَعَاذَاللہ

আল্লাহ পাক তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমাদেরকে জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন।

মনে রাখবেন! জীবন হলো আমানত, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত শারীরিক অঙ্গও আমানত, যদি আমরা একে আল্লাহ পাকের আনুগত্যে ব্যবহার করি তবে খুবই ভালো, অন্যথায় কাল কিয়ামতের দিন এই অঙ্গ (Body Parts) আমাদের আমলের সাক্ষী দিবে, যেমনটি আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ১৮তম পারা সূরা নূরের ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরই রসনাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা করতো সে সম্বন্ধে।

তুঝে পেহলে বাচপান নে বরসোঁ খিলায়া
জুয়ানী নে ফির তুঝ কো মজনু বানায়া
বুড়াপে সে ফির আ'কে কিয়া কিয়া সাতায়া
আজল তেরা করদেয় গী ইক দিন সিফায়া

www.dawateislami.net

জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অজুহাত গ্রহণ করেন না?

সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির জন্য কোনো অজুহাত রাখেন না, যার বয়স শেষ হয়ে এসেছে, এমনকি সে ৬০ বছরে পৌঁছে যায়।"

(বুখারী, ৪/২২৪, হাদীস ৬৪১৯)

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা "ফাতহুল বারী"তে এভাবে করা হয়েছে: "অর্থাৎ এখন সে এই অজুহাত করতে পারে না যে, যদি আমি সময় পেতাম তবে আমি আল্লাহর হুকুম পালন করতাম। যখন সম্পূর্ণ জীবনে সক্ষমতার পরও ইবাদত বর্জন করেছে, তো এখন এই বয়সে তার নিকট কোনো অজুহাত নেই, এখন তার উচিত যে, ইস্তিগফার করা।" **(ফাতহুল বারী, ১২/২০২, ৬৪১৯নং হাদীসের পাদটিকা)**

www.dawateislami.net

বার্ধক্যের পর শুধুই মৃত্যু

মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই ইবারতের দুটি অর্থ রয়েছে: (১) একটি হলো (যে,) অজুহাতের অর্থ: "অজুহাত দূর করে দেয়া।" তখন উদ্দেশ্য এরূপ হবে, শৈশব ও যৌবনের উদাসিনতার অজুহাত শোনা হবে, কিন্তু যে বার্ধক্যে আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে যায় না, তার অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। কেননা শৈশবে যৌবনের আশা ছিলো, যৌবনে বার্ধক্যের আশা ছিলো, এখন বার্ধক্যে মৃত্যু ছাড়া আর কিসের অপেক্ষা? যদি এখনও ইবাদত না করে, তবে সে শাস্তির যোগ্য। তার কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) দ্বিতীয়টি হলো অপারগতার অর্থে: "অপারগ করে রাখে।" অর্থাৎ যে বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে বেশি ইবাদত করতে পারে না, কিন্তু যৌবনে অনেক ইবাদত করতো, তবে আল্লাহ পাক তাকে অপারগ সাব্যস্ত করে তার আমলনামায় সেই যৌবনের ইবাদত লিখে দেন। ৬০ বছর হলো পূর্ণ বার্ধক্য। বৃদ্ধ কর্মচারীর পেনশন হয়ে যায়, সেই রউফ ও রহীম রবও তাঁর বৃদ্ধ বান্দাদের পেনশন দেন, কিন্তু পেনশন সেই পায়, যে যৌবনে খেদমত করেছিলো।" **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৮৯)**

www.dawateislami.net

বয়সের চার অংশ

হযরত আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "চিকিৎসকরা বলেন, জীবনের চারটি অংশ রয়েছে: (১) জীবনের একটি অংশ শৈশব ও কৈশোর, এটি ৩০ বছর পর্যন্ত। (২) জীবনের দ্বিতীয় অংশ যৌবন, এটি ৪০ বছর পর্যন্ত। (৩) জীবনের তৃতীয় অংশ প্রৌঢ়ত্ব, এটি ৬০ বছর পর্যন্ত। (৪) জীবনের চতুর্থ অংশ বার্ধক্য, এটি ৬০ বছর পর থেকে শুরু। এতে মানুষের শক্তি কমে যায় এবং দুর্বলতা, বার্ধক্য প্রকাশ পায় আর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। এটি আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে যাওয়ার (তাওবা) সময়। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের আয়ুষ্কাল ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে।

খুব কম লোকই এর উপরে বেঁচে থাকে। মোটকথা মানুষ ৬০ বছর পর্যন্ত শক্তিশালী থাকে, এরপর দূর্বলতা ও বার্ধক্য শুরু হয়ে যায়। এই বয়সে আল্লাহ পাক তার সকল অজুহাত অগ্রহনযোগ্য করে দেন, কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

www.dawateislami.net

থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত যথেষ্ট সময়, যাতে সে চিন্তাভাবনা করতে পারে। **(তাফহিমুল বুখারী, ৯/৭০৩)**

হে আমার বয়োজেষ্ঠ প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! একটি প্রবাদ হলো: "সকাল বেলা হারানো সন্ধ্যায় ফিরে এলে তাকে হারানো বলে না।" যদি আল্লাহ না করুক শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা মূলক কাজ হয়ে গেলো, তবে এখনো সুযোগ আছে, এ থেকে উপকারীতা অর্জন করুন এবং দয়া ও অনুগ্রহকারী আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসুন! এখনো সময় আছে, নিঃশ্বাস চলছে, এখনো পৃথিবীর বসন্তে শুষ্কতা আসেনি। সাধারণ মানুষের জীবনে আসা জীবনের সকল পর্যায় কেটে গেছে। শৈশব খেলাধুলায় ব্যয় হয়ে গেছে, কৈশোর বন্ধুদের সাহচর্যে কেটে গেছে, অবিশ্বাসী যৌবন প্রচুর আনন্দ ও উদাসিনতায় কেটে গেছে এবং এখন কবরের গহ্বরে নামা পর্যন্ত সঙ্গ না ছাড়া বিশ্বস্থ বার্ধক্য অবশিষ্ট রয়েছে। বৃদ্ধের জন্য সবচেয়ে বড় উপদেশ হলো মৃত্যু। যদি কেউ বৃদ্ধ হওয়ার পরও উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত না হয় তবে কমপক্ষে এতটুকুই ভেবে নিন যে, সে এখন অতিশীঘ্রই দুনিয়া থেকে চলে যাবে।

www.dawateislami.net

গর জাহাঁ মে সো বরস তু জি ভি লে
কবর মে তানহা কিয়ামত তাক রাহে
জব ফেরেশতা মউত কা ছা জায়ে গা
ফির বাঁচা কোয়ি না তুঝ কো পায়ে গা
তেরী তাকাত তেরা ফন উহদা তেরা
কুছ না কাম আয়ে গা সরমায়া তেরা
গোরে নেকীয়াঁ বাগ হোগি খুলদ কা
মুজরিমোঁ কি কবর দোযখ কা গাড়া
কিলকিলা কর হাস রাহে বে খবর!
কবর মে রোয়ে গা চিখ মার কর
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি
ওয়াক্তে আখির ইয়া খোদা! আত্তার কো
খায়র সে সরকার কা দীদার হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭০ বছরের ইবাদত ও রিয়াযত

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এত দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেতো এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে দেখে ব্যথিত হতেন এবং তারা কাঁদতেন। একদিন তাঁর মা তাঁকে বললেন: " হে আমার বৎস! তুমি তোমার দুর্বল শরীরের প্রতি কেনো খেয়াল রাখো

www.dawateislami.net

না? কেনো একে এতো কষ্ট দাও? তোমার কী এর প্রতি একটুও দয়া হয় না? কিছুক্ষণের জন্য তো বিশ্রাম করে নাও, আল্লাহ পাক কী জাহান্নামের আগুন শুধু তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে এতে নিক্ষেপ করা হবে না?" তিনি উত্তরে বললেন: "আম্মাজান! মানুষের সর্বাবস্থায় চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। প্রিয় আম্মাজান! আমার ব্যাপারে কিয়ামতের দিনে দু'টি বিষয় হবে, হয়তো আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে অথবা আমাকে গ্রেফতার করে নেয়া হবে। যদি আমার ক্ষমা হয়ে যায়, তবে তা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহই হবে আর যদি আমাকে গ্রেফতার করে নেয়া হয়, তবে নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের ন্যায়বিচার হবে। সুতরাং আমি কিভাবে বিশ্রাম করবো? আমি আমার নফসকে দমন করার পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো اِنْ شَآءَ الله।" যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি তো সারাজীবন ইবাদত ও রিয়াযতে কাটিয়েছেন, এখন কেনো কাঁদছেন?" তিনি বললেন: "আমার থেকে বেশি কার কাঁদা উচিত যে, আমি ৭০ বছর ধরে যে দরজায় কড়া নেড়েছি, আজ তা খুলে দেয়া হবে কিন্তু এটা জানিনা যে, জান্নাতের দরজা খুলবে নাকি জাহান্নামের...? আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না

www.dawateislami.net

দিতেন এবং আমাকে এই কষ্ট দেখতে না হতো।" **(হিকায়াতুস সালেহীন, পৃষ্ঠা ৩৬)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাড়ি মোবারকের সাদা চুল

হযরত আবু জুহাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই জায়গায় সাদা চুল দেখেছি। এটা বলতে বলতে তিনি তাঁর ঠোঁট ও দাড়ির মাঝামাঝি চুলের দিকে ইশারা করলেন।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা ৯৮১, হাদীস ২৩৪২)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাদা চুল

খাদিমে নবী, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জাহেরী ওফাত লাভ করেন, তখন তাঁর মাথা মুবারক ও দাড়ি মুবারকে বিশটি চুলও সাদা ছিলো না।" **(বুখারী, ২/৪৮৭, হাদীস ৩৫৪৮)**

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: "হে আবু হামযা (এটি হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম ছিলো)! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স মুবারক তো

www.dawateislami.net

অনেক হয়ে গিয়েছিলো।" তিনি বললেন: "আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বার্ধক্যের ত্রুটি দেননি।" আরয করা হলো: "এটি কি ত্রুটি?" বললেন: "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে একে (অর্থাৎ বার্ধক্য) অপছন্দ করে।"

(কুতুল কুলুব, ২/২৪৪)

ইতনি মুদ্দত তাক হো দীদ মুসহাফ আরিয নসীব

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা বা দাড়ি শরীফের চুল এতো সাদা হয়নি যে, তাতে খিযাব লাগানো যেতো। শুধুমাত্র কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিলো। এখানে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, সাদা চুল খুব কম ছিলো, কিছু চুল লাল হয়ে গিয়েছিলো, অর্থাৎ সাদা হওয়ার পথে ছিলো। সাহাবাদের ইশকে রাসুল এমন ছিলো যে, হুলিয়া শরীফ হুবহু বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ যেনো এই হুলিয়া শরীফ কবরেও মনে থাকে, কেননা এতেই সেখানকার সাফল্য নিহিত। শাহানশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করেন:

ইতনি মুদ্দত তক হো দীদে মুসহাফ আরিযে নসীব
হিফয কর লো নাযেরা পড় পড় কে কুরআনে জামাল

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা ১২০)

www.dawateislami.net

শব্দার্থ: দীদ- দীদার, মুসহাফ- কুরআনে করীম, আরিয- চেহারা, জামাল- সৌন্দর্য।

কালামে হাসানের ব্যাখ্যা: আহ! এত সময় পর্যন্ত মুস্তফার সৌন্দর্য যেনো দেখতে থাকি যে, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষময় সৌন্দর্য যেনো সর্বাবস্থায় আমার দৃষ্টির সামনে থাকে।

নকল বৃদ্ধ

নকল করাও ভালো, এই ব্যাপারে "মা'দানে আখলাক" ১ম অংশের ৫৪ পৃষ্ঠায় দেয়া একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা কিছুটা পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করছি: একজন কমেডিয়ান (Comedian) মৃত্যুর সময় তার বন্ধুকে অসিয়ত করলো যে, যখন আমাকে দাফন করবে, তখন আমার দাড়ি ও মাথার চুলে "আটা ছিটিয়ে দিও"। বন্ধু বললো: আহা বন্ধু! তুমি সারা জীবন তো হাসি ঠাট্টা (Jokes and Jests) করেছো, এখন শেষ মুহূর্তে তো তা থেকে বিরত থাকো! সে বললো: যদি তুমি আসলেই আমার মঙ্গলকামী হও তবে আমি যা বলছি তা করো। বন্ধু হাসতে হাসতে সম্মত হয়ে গেলো এবং ইন্তিকালের পর সে দাফন করার সময় তার দাড়ি ও

www.dawateislami.net

চুলে আটা ছিটিয়ে দিলো। কিছুদিন পর তার মরহুম বন্ধুকে স্বপ্নে দেখে এবং জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? মরহুম বন্ধু উত্তর দিলো: আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি আটা ছিটানোর জন্য কেনো অসিয়ত করেছিলে? আমি আরয করলাম: হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ শুনেছিলাম: اِنَّ اللّٰهَ لَيَسْتَحْيِ عَنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মুসলমানদের বার্ধক্যকে লজ্জা পান।" (মু'জামুল আওসাত, ৪/৮২, হাদীস ৫২৮৬) বৃদ্ধ হওয়া আমার ক্ষমতায় ছিলো না, ভাবলাম যে, "বৃদ্ধের আকৃতি হলেও বানিয়ে নিই।" তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমত মূল্য চায় না। আল্লাহ পাকের রহমত বাহানা চায়।

সাদা চুল কিয়ামতে নূর হবে

বর্তমানে অনেক প্রবীণ লোক সাদা চুল এড়িয়ে চলেন, যদিও মুসলমান হিসেবে বার্ধক্যে পৌঁছানোর কারণে সাদা চুল আসা একটি সৌভাগ্যের বিষয়। রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: সাদা চুল উঠিয়ে ফেলো না, কেননা এটি কিয়ামতের দিন নূর হবে। যার একটি চুল সাদা হলো, আল্লাহ পাক তার জন্য একটি নেকি লিখবেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।

(আত তারগীব ওয়াত তাহরীব, ৩/৮৬, হাদীস ৬)

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْاِسْلَامِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ অনুবাদ: যে ইসলামে বৃদ্ধ হলো তবে তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৩৭, হাদীস ৩৮৭৩)**

অর্থাৎ যৌবন, বার্ধক্য ইসলামে অতিবাহিত করলো তবে এটি নূর অর্জিত হওয়ার মাধ্যম। জানা গেলো যে, পুরোনো মুসলমান নতুন মুসলমান থেকে এই হিসেবে উত্তম। এই হাদীসে পাকের ভিত্তিতে ওলামারা বলেন: মাথা, দাড়ি থেকে সাদা চুল উঠিয়ে ফেলো না, কেননা এটি হলো নূর।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৪৭৩)

সাদা চুল উঠানোর শাস্তি

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সাদা চুল উঠাবে, কিয়ামতের দিন তা বর্শায় পরিণত হবে, যা দিয়ে তাকে খোঁচানো হবে।"

(কানযুল উম্মাল, ৩/২৮১, ২য় অংশ, নাম্বার ১৭২৭৬)

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম সাদা চুল কার হয়েছিলো?

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখলেন। আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! এটি কী? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "হে ইব্রাহিম! এটি হলো মর্যাদা।" আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করো।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪১৫, হাদীস ১৭৫৬)

সাদা চুল দেখে মৃত্যুর স্মরণকারী বাদশাহ

প্রাচীন যুগে এক বাদশাহ তার ঘরে একটি কফিন রেখেছিলো, যা দেখে সে তার মৃত্যুকে স্মরণ করতো। একদিন সকালে যখন সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখলো তখন তার দাড়িতে একটি সাদা চুল চোখে পড়লো। সে বললো: এখন এই মৃত্যুকে স্মরণ করানোর কফিন সরিয়ে নাও, কেননা আমার দাড়িতে সাদা চুল এসে গেছে, যা হলো মৃত্যুর বার্তা বাহক। অতএব এখন থেকে আমি এটি দেখেই মৃত্যুকে স্মরণ করবো।

www.dawateislami.net

কালো চুলের পরে সাদা চুলের আগমন

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার পুত্রকে বললেন: কালো চুলে সাদা চুলের আগমন তোমাকে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। **(মাওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/৫৬২, হাদীস ২৬)**

বার্ধক্য এসে গেছে কিন্তু খারাপ স্বভাব গেলো না

একবার বায়েযিদ বুস্তামি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আয়না দেখলেন, তখন নিজের মাথা ও দাড়িতে সাদা চুল দেখে (বিনয় সহকারে নিজেকে) বললেন: ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يُذْهِبِ الْعَيْبُ অর্থাৎ বার্ধক্য তো এসে গেলো কিন্তু দোষত্রুটি গেলো না।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৭/৪৩৩, হাদীস ৩৮৭৩)

জাফর বিন মুহাম্মদ খুরাসানি বলেন: এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বলা হলো: আপনি আপনার এই বাকী জীবনে কোন বিষয়টি পছন্দ করেন? উত্তর দিলো: (নিজের) গুনাহের প্রতি কান্না করা। **(মাওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/৫৬২, হাদীস ২৮)**

হে বুড়াপা ভি গণিমত জব জাওয়ানি হো চুকি
ইয়ে বুড়াপা ভি না হোগা, মউত জিস দম আ'গেয়ী

www.dawateislami.net

বিশ বছর পর তওবা

বলা হয় যে, বনি ইসরাইলের একজন যুবক বিশ বছর ধরে আল্লাহ পাকের ইবাদত করলো, অতঃপর বিশ বছর অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিলো। একদিন আয়নায় দাড়ির সাদা চুল দেখে নিজের অবাধ্যতায় অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলো: "হে আল্লাহ পাক! আমি ২০ বছর তোমার ইবাদত করেছি, অতঃপর ২০ বছর তোমার অবাধ্যতা করেছি। যদি আমি তোমার দিকে ফিরে আসি, তুমি কি আমার তওবা কবুল করে নিবে?" তখন সে এই অদৃশ্য আওয়াজ শুনলো: "তুমি যখন আমার সাথে বন্ধুত্ব করেছিলে, তখন আমিও তোমাকে ভালোবেসেছি, যখন তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে, তখন আমিও তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তুমি আমার অবাধ্যতা করলে, তখন আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি, এখন যদি তুমি আমার দিকে ফিরে আসো, তবে আমি তোমাকে গ্রহণ করবো।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/১৯)**

সোনার কলম দিয়ে লেখা উপদেশ

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবনের মূল্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে, বার্ধক্যের গন্তব্যে

www.dawateislami.net

বিদ্যমান আখিরাতের মুসাফিরদেরকে নেকীর উপঢৌকন সাথে নেয়ার উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন।

হে প্রস্তুতি ছাড়া যাত্রা করা ব্যক্তি! গন্তব্য অনেক দূরে, কিন্তু তোমার চোখ শুকনো এবং হৃদয় লোহা থেকেও কঠিন, অথচ তুমি প্রতিটি আগত দিন গুনাহের সমুদ্রে ডুবে থাকো, তবে বিপদের তোমার চেয়ে বেশি হকদার কে হবে? আফসোস! যৌবন তোমাকে জাগ্রত করতে পারেনি, তোমার সাদা চুলও তোমাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তোমার সাফল্য আমার নিকট খুবই কঠিন মনে হচ্ছে। আখিরাতের চিন্তাকারীর দিকে দেখো! সে কোথায় পৌঁছে গেছে! সে আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদছে এবং আখিরাতের প্রস্তুতিতে লেগে গেছে। তার গালে বয়ে যাওয়া অশ্রু দাগ তৈরি করেছে। **(বাহরুদ দুমু, পৃষ্ঠা ১৪৭)**

হে আমার ভাই! তুমি তোমার জীবন খেলাধুলায় নষ্ট করে দিয়েছো অর অন্যরা লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে এবং তুমি তাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছো। তুমি কী কখনো শুনেছো যে, (মৃত্যুর পর) অমুক ফিরে এসেছে এবং সে তওবা করে নিয়েছে?

www.dawateislami.net

হে ঐ ব্যক্তি, যার নিকট সৌভাগ্যের এখনও সময় আছে! তুমি প্রবৃত্তির চাহিদার ফাঁদ থেকে কবে মুক্তি পাবে এবং কবে নিজের সম্মানিত প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসবে? হে মিসকিন! আহ তুমি যদি তওবাকারীদের দুঃখ দেখে নিতে এবং ভীতদের শাস্তির ভয়াবহতায় হওয়া অস্তিরতা দেখে নিতে, যারা তাদের চোখের শীতলতাকে নামায, যাকাত ও দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহের মাঝে রেখেছে আর দুর্ভাগারা তাদের যৌবন উদাসীনতায় এবং বার্ধক্যকে লোভ ও দীর্ঘ আশায় নষ্ট করে দিয়েছে। তুমি নাতো যৌবন থেকে উপকার গ্রহন করেছো আর না নিজের বার্ধক্যতেই ফিরে এসোছো। হে নিজের যৌবন ও বার্ধক্য নষ্টকারী ব্যক্তি.....

বার্ধক্য তোমাকে মৃত্যুর স্পষ্ট খবর দিয়েছে। হে জীবনের মুসাফির! তুমি সীমা অতিক্রম করেছো, নিজের পরীক্ষার জন্য অশ্রু বর্ষণ করো, এমন যেনো না হয় যে, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হলো, হে ঐ ব্যক্তি! যার অধিকাংশ বয়স অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অতিবাহিত সময় ফিরে আসবে না, উপদেশ তোমাকে পথ দেখিয়েছে এবং বার্ধক্য তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, মৃত্যু নিকটবর্তী আর মুখের যেনো চিৎকার করে বলছে:

www.dawateislami.net

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ

(পারা ৩০, সূরা ইনশিকাফ, আয়াত ৬)

হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন রবের প্রতি অবশ্য দৌঁড়াতে হবে। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

(বাহরুদ দুমু, পৃষ্ঠা ৪৮, ১৫২)

হে আমার প্রিয় বৃদ্ধ ইসলামী ভাইয়েরা! এই বার্ধক্য বিশেষকরে তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার সময়, একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, "যার জীবনের ৪০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তার কল্যাণ তার খারাপ কাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেনি তবে তার উচিত, সে যেনো জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।"

(তানযিয়াতুশ শরিয়াতুল মরফূ'আ, ১/২০৫, নাম্বার ৬৮)

যদি মুজাহিদার পরিশ্রম না হতো তবে মানুষকে "পরিপূর্ণ পুরুষ" নাম দেওয়া হতো না। হে মৃত অন্তর! যদি তুমি যৌবনে নেকির প্রতি আগ্রহী না হও, তাহলে পৌঢ়ত্বে হলেও ধাবিত হয়ে যাও, কেননা মাথা সাদা হয়ে যাওয়ার পর খেলাধুলা অকেজো এবং বার্ধক্যে অবাধ্যতা বেশি খারাপ। যখন তোমাকে বলা হবে যে, তুমি যৌবনকে উদাসিনতায় নষ্ট করে দিয়েছো এবং বার্ধক্যে (নেক) আমলের অভাবে কান্না করছো। যদি তুমি জানতে যে, তোমার জন্য কোন আযাব

www.dawateislami.net

প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তবে তুমি সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিতে।

বার্ধক্যের ঘণ্টা দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘোষনা করছে, হে ব্যক্তি! আখিরাতের প্রস্তুতি নিয়ে নাও, কতক্ষণ অপারগতা দেখাতে থাকবে? কতক্ষণ অলসতা করবে? আর কত অলসতা করবে? আমি কিয়ামতের দিন তোমাকে অপারগ হিসেবে পাবো না, তোমার পাওয়া ঘর বিরান আর বিদায়ের ঘর আবাদ আছে, কদম বাড়াও হয়তো তাওবা দ্বারা অলসতার প্রতিকার হয়ে যাবে এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা হয়ে যায় আর সেহেরীর সময় একটি সিজদা এমন করে নাও, যা তোমাকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি দিবে।

হে তাওবাকারী! এসো আমরা আমাদের গুনাহের জন্য কান্না করি, এটা কান্না করার স্থান। হে তাওবায় টালবাহানা করে বার্ধক্যের চৌকাঠে প্রবেশকারী! হে নিজের যৌবনকে উদাসিনতায় অতিবাহিতকারী! হে নিজের মন্দ আমলের কারণে আল্লাহর দরবার থেকে তিরষ্কৃত ব্যক্তি! তুমি যৌবনে উদাসিন ছিলে, যদি বার্ধক্যেও এভাবে তাওবা থেকে বঞ্চিত থাকো তবে কখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে? এটা বন্ধুর পদ্ধতি তো নয়, তোমার জাহির তো আবাদ রয়েছে কিন্তু

www.dawateislami.net

আফসোস তোমার বাতিন নষ্ট ও বিরান, কতটা অবাধ্যতা তুমি করে নিয়েছো, যার কারণে তোমার এবং আল্লাহ পাকের মাঝে পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে।

তুমি তোমার জীবনের অনন্য দিনগুলো গুনাহে অতিবাহিত করে দিয়েছো। সংশোধনের দিকে কবে আসবে? যদি তুমি তোমার অতীত জীবনে নেকী সামনে পাঠাতে তবে তোমার হিসাব সহজ হয়ে যেতো। এখন এটি কিভাবে সহজ হবে যখন তুমি তোমার জীবন উদাসিনতা এবং দুনিয়ার সম্পদ জমা করাতে অতিবাহিত করে দিলে। যখন বার্ধক্য মৃত্যুর ভয় দেখালো এবং তুমি পাথেয় সামনে পাঠাওনি তখন কি উত্তর দিবে? আহ যদি কেউ বুঝিয়ে দিতো যে, গুনাহগারদের নিজের জীবন কেন ভাল লাগে।

কয়েকটি আরবী শের (কাব্য) এর অনুবাদ

যখন পাওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়ার যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন তুমি অতিবাহিত হওয়া ব্যাপার ফিরিয়ে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলে, তো কেন এলে না, অথচ তোমার সাথে সাক্ষাতের সময় বিদ্যমান ছিলো এবং তোমার বার্ধক্যের শুভ্রতা, দাঁতের (শুভ্রতা) চেয়ে বেশি উজ্জল ছিলো।

(বাহরুদ দুমু, পৃষ্ঠা ৪৯)

www.dawateislami.net

হোয়ি জাতি হে হায় ওমর যায়া' জানতা হো মে
নেহী আয়েগা হার গিয ওয়াক্ত গুযরা ইয়া রাসূলাল্লাহ
নিকালনে ওয়ালি হে আব রুহ মুযতর জিসম সে জানাঁ
করম! ঈমাঁ কো হে শয়তাঁ সে খতরা ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পুস্তিকাটি পড়ে অপরকে দিয়ে দিন

বিয়ে বা শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, উরশ এবং মিলাদের জুলুশে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুল সম্বলিত লিফলেট বিতরন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহকদের সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস করুন, খবরের কাগজের হকার বা শিশুদের মাধ্যমে নিজের মহল্লার ঘরে ঘরে মাসিক কমপক্ষে একটি সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট পাঠিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

الحمد لله আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مدظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। الحمد لله! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ঈসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪৫১১৭৭৬

কানযুল মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কাউসার শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৮১৫২৬

পুরাতন বাবুপাড়া কবরস্থান শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৯৪৫০৩৩

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net